চতুর্থ অধ্যায়
বাক্যরীতি (Syntax)

বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলা কথ্যভাষায় বাক্যরীতি গঠনগত দিক থেকে চলিত বাংলার মতোই। ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের (Traditional Grammar) ধারায় এই কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হল।

পদ সংস্থান :

চলিত বাংলার মতোই এই কথ্যভাষাতেও পদসংস্থানের সাধারণ রীতিটি হল— কর্তা (Subject) + কর্ম (Object) + ক্রিয়া (Verb) অর্থাৎ SOV।[১] বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অব্যয়—এই পাঁচ প্রকার পদেরই ব্যবহার রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কর্তা (Subject) + ক্রিয়া (Verb) + কর্ম (Object) পদসংস্থান দেখা যায় অর্থাৎ SVO।

১. কর্তৃবাচ্যে :

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াবিশেষ্য কর্তৃপদ রূপে প্রথমে বসে, তারপর কর্মপদের স্থান এবং শেষে ক্রিয়াপদের অবস্থিতি।

১.১ কর্তৃপদ বিশেষ্য :

ক. মি আজ ইস্কুল যাম্। (আমি আজ স্কুল যাবো।)

খ. মোক তোর সে কোই কাম্ নি। (আমার তোর কাছে কোন কাজ নেই।)

গ. আব্বা মোক্ একটা উপদেশ দিল্ (বাবা আমাকে একটা উপদেশ দিল।)

ঘ. হামসার বিচত্ তুই বোলনে বালা কে ছিস্? (আমাদের মধ্যে তুই বলবার কে?)

১.২ কর্তৃপদ বিশেষণ :

ক. ভালা-বুরার বাছ-বিচারটা মাথাত্ রাখবা হোবে।

(ভালো-মন্দের বাছ-বিচারটা মাথায় রাখতে হবে।)

খ. পাইস্যাবালা লোকেরই সমাজত্ যাদা সম্মান/মান ছে।

(পয়সাওয়ালা লোকেরই সমাজে বেশী সম্মান।)

১.৩ কর্তৃপদ ক্রিয়া-বিশেষ্য :

ক. উঠ জলদি যাবা হোবে। (উঠ জলদি যেতে হবে।)

খ. খাওয়ার খুনা জাদা বোলনা আচ্ছা নিছে। (খাবার সময় বেশী বলা ভালো নয়।)

গ. শুনেক্ মোর বাত। (শোনো আমার কথা।)

ঘ. ঘুম্না-ফিরনা মুই পসন্দ করি। (ঘোরাঘুরি আমি পছন্দ করি।)

২. কর্ম বাচ্যে :

ক. কামটা হামাকেই করবা হোবে। (কাজটা আমাকেই করতে হবে।)

খ. ওয়ার/উয়ার ভাত খাওয়া হলে হামরা নিক্লি যাম্।

(ওর ভাত খাওয়া হলে আমরা বেরিয়ে যাবো।)

৩. ভাব বাচ্যে :

ক. কুন ট্রেনত্ তোমসাক্ যাবা হোবে। (কোন ট্রেনে তোমাদের যাওয়া হবে।)

খ. এখুনা দিনকতক এইঠি থাকা হবে তো?

(এখন দিনকতক এখানে থাকা হবে তো?)

৪. সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি :

সর্বনাম পদে পুরুষভেদে নানা রূপ- বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, যা মান্য চলিতের থেকে অনেকটাই পৃথক।

উত্তম পুরুষ হিসাবে মি, মুই, হামি, হামরা, মোক্, হাম্রাকে, হামাকে, হামারঘে, হামার্ ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। মধ্যম পুরুষ হিসাবে তুই, তোক্, তোর, তরা, তম্রা, তুম্হা, তুই, তোমসাক্, তোরঘে ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। তার, আপনি এই সব রূপের

ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। আর প্রথম পুরুষ হিসাবে অয়, উয়ায়, অক্, ওয়াক, অরা, ওয়ারা, ওয়ারঘ্ক, ওমসার ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৫. বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি :

বিশেষ্যের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের যথেষ্ট ব্যবহার এই উপভাষায় রয়েছে। এগুলি যথাক্রমে বিশেষ্য পদের পূর্বে এবং ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে। এছাড়াও স্থানবাচক, কালবাচক, গুণবাচক, পরিমাণবাচক, অবস্থাবাচক, উপাদানবাচক, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে।[২]

৫.১ বিশেষ্যের বিশেষণ :

ক. আচ্ছা আদমিকো সবগোই প্যায়ার করছে। (ভালো মানুষকে সবাই ভালোবাসে।)

খ. ইজ্জত আব্রু সব মরিয়া মিট হোইং গেল। (মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে গেল।)

গ. জিনা-মরণা উপরওয়ালার হাতত্ ছে। (বাঁচা-মরা উপরওয়ালার (ঈশ্বর) হাতে।)

ঘ. হোইলদ্যে পাক্কা আমটা বহুত্ (বহুৎ) মিঠা ছে। (হলুদ পাকা আমটা খুব মিষ্টি।)

৫.২ ক্রিয়া-বিশেষণ :

ক. পিয়াসায় হামার বুকখান ফাঁটি যাছে। (পিপাসায় আমার বুকটা ফেঁটে যাচ্ছে।)

খ. জল্দি মি গুণেগার্ক পাকড়ি লিম্। (জলদি আমি অপরাধীকে ধরে নেবো।)

৫.৩ বিশেষণের বিশেষণ :

ক. ই লেড়কিটা যাদা সুন্দর। (এই মেয়েটি বেশী সুন্দর।)

খ. রফিক সাব্ বহুৎ আচ্ছা আদমি ছে। (রফিক সাহেব খুব ভালো মানুষ।)

গ. ইত্না কৈশিস সে ভি নি হোল্। (অনেক চেষ্টা করেও হোল না।)

৫.৪ কালবাচক বিশেষণ :

ক. রাত্তিব্যালা সাবধানে পথ চলিহি। (রাত্রিবেলা সাবধানে পথ চলছি।)

খ. আজ তোক্ পাতা চলবে দর্দ কি হৈছে। (ব্যথা কি আজ তুই বুঝতে পারবি।)

গ. কেত্খুনা মি এইটি বোঠি রহিম্? (কতক্ষণ আমি এখানে বসে থাকবো?)

৫.৫ গুণবাচক বিশেষণ :

ক. সিধা সাধা লোকগিলার ওপর জুলুম হোইংছে।

(সহজ সরল লোকগুলোর ওপর জুলুম হচ্ছে।)

খ. তুই পেহেলকার মন্দি বেশরম্ ছিস্। (তুই প্রথমের মতো নির্লজ্জ আছিস।)

৫.৬ অবস্থাবাচক বিশেষণ :

ক. গরমিসে আজ মি পরেসান হোই গেনু। (আজ আমি গরমে বিরক্ত হয়ে গেলাম।)

খ. গোরিব মান্ষিগিলা ভুখ্ সে রহবা নি সাক্ছে।

(গরীব মানুষগুলো ক্ষুধায় থাকতে পারছে না।)

৫.৭ পরিমাণবাচক বিশেষণ :

ক. বহৎ দিন সে তি পড়াই লখ্যাই নি করু।

(অনেক দিন থেকে তুই পড়াশুনা করছিস না।)

খ. ক্যাত্লা মেহেমান চলে আহে। (কতগুলো অতিথি চলে এসেছে।)

৫.৮ উপাদানবাচক বিশেষণ :

ক. মাটির ঘরত্ বহৎ ঠান্ড ছে। (মাটির ঘর খুব ঠাণ্ডা।)

খ. হামসার গ্রামত্ একট্যাই দালান বাড়ি ছে। (আমাদের গ্রামে একটাই পাকাবাড়ি।)

৫.৯ ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ :

ক. হামার বেটিছুয়াটা জনম্ খুনাসেই চুলচুলা। (আমার মেয়েটি জন্ম থেকেই চঞ্চল।)

খ. ভেল্ ভেলাইয়্যা বাত্ কহিস না, মি বুঝবার নি সাকছি।

(হরবর করে কথা বলিস না, আমি বুঝতে পারছি না।)

৬. অব্যয়পদের ব্যবহার রীতি :

অব্যয়পদ রূপে 'আর', 'ফের', 'তনে', 'অগর', 'তব', 'কিন্তুক', 'যুদি', 'লেকিন' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।[৩]

৬.১ সম্বন্ধবাচক বা সংযোগ-বাচক অব্যয় :

৬.১.১ সংযোজক অব্যয়—আর, ফের

ক. মোস্তাক আর রমজান দুই ভেই। (মোস্তাক আর রমজান দুই ভাই।)

খ. মাইনক্যা পড়াই-লিখ্যাই করে ফের খেতত্ কামও করে।

(মানিক পড়াশুনা করে আবার ক্ষেতে কাজও করে।)

৬.১.২ প্রতিপাক্ষিক অব্যয়— লেকিন্

ক. মি ওয়াক সবঠিন ছাননু লেকিন্ কোইঠিন ভি নি মিলেছে।

(আমি ওকে সব জায়গায় খোঁজ করলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না।)

৬.১.৩ ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়—নাইলে

ক. তি মোর সাথ অস্ নাইলে মি তোর সাথ নি যাম্।

(তুই আমার সাথে আয় নয়তো আমি তোর সাথে যাবো না।)

৬.১.৪ অবস্থাত্মক অব্যয়—যুদি, তে

ক. মি রহতে যুদি তোর কুছু হোল্ তেন, তে মি কাক্ মুখ দেখানু।

(আমি থাকতে তোর কিছু হলে, তাহলে আমি কাকে মুখ দেখাতাম।)

৬.১.৫ ব্যবস্থাত্মক অব্যয়—তানে, লাইগ্যা, দাস্তি

ক. ইডা দিন দেখার তানে মুই তোক পড়ায়-লিখ্যায় বড় করলে?

(এই দিন দেখার জন্য আমি তোকে পড়াশুনা করিয়ে বড় করলাম?)

খ. মি উয়ার লাইগ্যা সবকুছ করবা সাকছি। (আমি ওর জন্য সবকিছু করতে পারি।)

৬.১.৬ কারণাত্মক অব্যয়—কারণ

ক. মি উয়ার বিনা বাচুম নি কারণ মি উয়াক পসন্দ করছু।

(আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না কারণ আমি ওকে ভালোবাসি।)

৬.১.৭ প্রশ্নাত্মক অব্যয়— কে, কি, কায়, কেনে

ক. তুই কি মোক্ খেপ দিলো? (তুই কি আমাকে ডাক দিলি?)

খ. তি কায় কুছু কহা নি পাছিস? (তুই কেন কিছু বলতে পারছিস না?)

৬.২ অন্তর্ভাবাত্মক বা মনোভাববাচক অব্যয় :

৬.২.১ সম্মতি জ্ঞাপক—হা, জি, আইজ্ঞা

ক. জি হুজুর, হামরা সবগোই এঠি চলে এনু।

(হ্যাঁ হুজুর, আমরা সবাই এখানে চলে এসেছি।)

খ. আইজ্ঞা, বোলেন সাহেব। (আজ্ঞে, বলেন সাহেব।)

৬.২.২ অসম্মতি জ্ঞাপক—নি, না

ক. ইডা নি হবা সাকিছে। (এটা হতে পারবে না।)

বাংলা মান্য চলিতে প্রথমে কর্তা, তার পর কর্ম ও শেষে ক্রিয়ার অবস্থিতি। কিন্তু এই কথ্যভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াকে কর্মের আগে অবস্থান করতে দেখা যায়।

৬.২.৩ ঘৃণা বা বিরক্তি ব্যঞ্জক—ছিঃ, ছেঃ, ধেৎ

ক. ছিঃ, তুমি মোক ঝুট্ কহালেন। (ছিঃ আপনি আমাকে মিথ্যা বললেন।)

খ. ধেৎ, আজ বোইনিটাই খারাপ হোইং গেল।

(ধেৎ, আজ শুরুটাই খারাপ হয়ে গেল।)

৬.২.৪ মনঃকষ্ট ব্যঞ্জক—হায়, ইস, উফ্

ক. হায়, মোর সব বরবাদ হোইং গেল। (হায়, আমার সব বরবাদ হয়ে গেল।)

খ. অ্যাঁ, মহিদুর তোক্ থাপ্পড় মালে! (অ্যাঁ, মহিদুর তোকে থাপ্পড় মারলো!)

৬.২.৫ বিস্ময়দ্যোতক—বাপ্‌রে, ওমা, অ্যাঁ

ক. বাপরে, উয়ার এত্তেক বড়কা সাহস! (বাপরে, ওর এত বড় সাহস!)

খ. অ্যাঁ, মহিদুর তোক্ থাপ্পড় মালে! (অ্যাঁ, মহিদুর তোকে থাপ্পড় মারলো!)

৬.২.৬ করুনা দ্যোতক—হায় হায়, আহা, আহারে

ক. হায় হায়, কচি বেটিছুয়াটার সোয়ামীটা মরি গেল্।

(হায় হায়, কচি মেয়েটার স্বামীটা মারা গেল।)

৬.২.৭ ভয় বা আতঙ্কমূলক—উ মা গো, বাবা গো, উগে মা গে

ক. উগে মা গে, মি তো এক্কেবারে ডরায় গেছিনু।

(ওগো মা গো, আমিতো একেবারে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।)

গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ :

গঠনগত দিক থেকে এই কথ্যভাষায় চলিত বাংলার মতোই সরল, জটিল ও যৌগিক—এই তিন প্রকার বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৪]

১. সরল বাক্য :

এই কথ্যভাষায় সরল বাক্যের ব্যবহার সর্বাধিক। সরল বাক্যগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়াযুক্ত। যেমন—

এই কথ্যভাষায়—জিনা-মরণা উপরওয়ালার হাতত্ ছে। মি রহতে তোর কুছু হবা নি সাক্‌ছে। আজ সে তি মোর দোস্ত ছিস। ইডা মুমকিন নি ছে। মি একটা আল্লার বান্দা। মি চাহাছি মোর দোস্ত মোর সাথ রহে। ধামাকার আওয়াজ শুনে মোর জানটাই নিকলে গেহিল।

আল্লার শুকুর ছে তম্‌ার কুছ নি হয়ে। তোর কুছু হোইং গেলে মোর কি হোইলতেন। মি কুছু বুঝবা নি পারছু। তম্‌রা বেফিকর রহো। মি গুণে গারর বহৎ নাজদিগত্‌ ছি।

চলিত বাংলায়—বাঁচা-মরা উপরওয়ালার হাতে। আমি থাকতে তোর কিছু হতে পারবে না। আজ থেকে তুই আমার বন্ধু। এটা সম্ভব নয়। আমি একটা আল্লার ভক্ত। আমি চাচ্ছি আমার বন্ধু আমার সাথে থাকে। ধামাকার আওয়াজ শুনে আমার প্রাণটাই বেরিয়ে গিয়েছিল। আল্লার কৃপা আছে তোমার কিছু হয়নি। তোর কিছু হয়ে গেলে আমার কি হতো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি অপরাধীর খুব কাছাকাছি আছি।

অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত সরল বাক্যের ব্যবহার :

ক. তি মোর বাত শুনে পাছে পাছে অস্‌লে মুই তর একটা ইন্‌তেজাম করি দিম্‌।

(তুই আমার কথা শুনে পিছন-পিছন আসলে আমি তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে।)

খ. উয়ার সাথ তুমসার শাদি হলে সমাজত্‌ হামসার শান্‌ বাড়বে।

(ওর সাথে তোর বিয়ে হলে সমাজে আমাদের ইজ্জত/সম্মান বেড়ে যাবে।)

গ. এক মহিনার আন্দারত্‌ মুই ওয়াক্‌ ঘর সে নিকলায় দিয়ে দুস্‌রা শাদির ইন্‌তেজাম করুম। (এক মাসের মধ্যে আমি ওকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করবো।)

২. জটিল বাক্য :

এই কথ্যভাষায় জটিল বাক্যের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও তা সরল বাক্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এই কথ্যভাষায় জটিল বাক্যে একাধিক বাক্যের পরস্পর সংযোজক ও নির্ভরশীলতা নির্দেশক শব্দ রূপে যেমন, অরুরসা, আগর, তো, তেন, তে, অগর, তব, যখুনা, তখুনা, যেইটা, সেইটা এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক. যেমন, অরুরসা

তুই হামপর যেমন শাসন করেছিস অরুরসা মি পালন করিহি।

(তুই আমার ওপর যেমন শাসন করছিস তেমন আমি পালন করছি।)

খ. আগর, তো

আগর ওহা তোরসে বাত করবা চাছে তো তোক্ দিক্কত কিৎ ছে?

(যদি ও তোর সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তোর অসুবিধা কোথায় আছে?)

গ. তেন, তে

মি রহতে তোর কুছু হোল তেন, তে মি কাক্ মুখ দেখানু।

(আমি থাকতে তোর কিছু যদি হতো, তাহলে আমি কাকে মুখ দেখাতাম।)

ঘ. অগর, তব

অগর তি মোর সাথ দিবো, তব মি তোর ভালাই করিম।

(যদি তুই আমার সঙ্গ দিস, তাহলে আমি তোর ভালো/উপকার করবো।)

ঙ. যখুনা, তখুনা

যখুনা শাম হবে তখুনা তি অসবো।

(যখন সন্ধ্যা হবে তখন তুই আসবি।)

চ. যেইটা, সেইটা

তম্‌রা যেইটা বাত্ বলেছেন সেইঠা বাত্ মানবার সম্ভাব নি ছে।

(আপনারা যেই কথা বলেছেন সেই কথা মানা সম্ভব নয়।)

৩. যৌগিক বাক্য :

এই কথ্যভাষায় যৌগিক বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সরল ও জটিল বাক্যের ব্যবহার অধিকতর। যৌগিক বাক্যের ব্যবহার তুলনামূলক কম। সাধারণত দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয় রূপে তো, ফের, ইসলিয়ে, তনে, লেকিন, আর, ত্যাইলে, ন্যাইলে ইত্যাদি অব্যয় বাচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. তো—

আজ তুই নি রহলে তো মি বাচবার নি পারতাম।

(আজ তুই না থাকলে তো আমি বাঁচতে পারতাম না।)

খ. ফের—

তুই জলদিসে চলে অস্ ফের হামসা এক সাথ নিকলে যাম।

(তুই জলদি চলে আয় আর আমরা একসাথে বেরিয়ে যাবো।)

গ. ইসলিয়ে—

আসলি বাত বাবার উমর হো গায়ে না ইসলিয়ে সব ভুলে যাছে।

(আসল কথা বাবার বয়স হয়ে গেছে এই জন্য সব ভুলে যাচ্ছে।)

ঘ. তনে—

আজ তলেক আব্দুল মোর সেবা করলি ঐ তানে মি ওয়াক কুছ দিবা চাহাছি।

(আজ পর্যন্ত আব্দুল আমার সেবা করেছে ঐ জন্য আমি ওকে কিছু দিতে চাই/চাচ্ছি।)

ঙ. লেকিন—

রাস্তাটা অভিতক্ সাফ নি হোল্ লেকিন যাবা তো মোক হোবেই।

(রাস্তাটা এখনো পরিস্কার হল না কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই।)

চ. ত্যাইলে—

ওয়ায় নি অস্লে ত্যাইলে মি যাম্

(ও না আসলে তাহলে আমি যাবো।)

ভাবগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ :

ভাবগত দিক থেকে চলিত বাংলার মতোই এই কথ্যভাষাতেও নির্দেশসূচক, প্রশ্নাত্মক এবং আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।[৫]

১. নির্দেশকসূচক বাক্য :

১.১ সদর্থক বাক্য :

ক. মি অক্ থোরাসা বাহারসে ঘুমায় লে অসুং।

(আমি ওকে অল্প বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।)

খ. এই কেদিন পেহেলে মি গাঁও অই। (এই কয়দিন আগে আমি গাঁয়ে এসেছি।)

গ. হামরা সবগোই এইঠিন রহিছি। (আমরা সবাই এখানে থাকছি।)

১.২ নঞর্থক বাক্য :

ক. তোক্ দিয়া হুনা মোর কোই কাম নি হোল্।

(তোকে দিয়ে না আমার কোনো কাজ হল না।)

খ. মুই কাহারো হুকুমতত্ নি চলিহি। (আমি কাহারো হুকুমে চলি না।)

গ. তোর ইহিলা ঘমণ্ডের বজেসে আজতক কোইভি কাম ফতে নি হোল্।

(তোর এগুলো অহংকারের কারণে আজ পর্যন্ত কোনো কাজ সফল হল না।)

২. প্রশ্নাত্মক বাক্য :

এই কথ্যভাষায় প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। প্রশ্নসূচক রূপে কে, কুন্, কুন্টি, কাক্, কি, কেনম্, কায়, কেখুন, ক্যান, ক্যাইসে প্রভৃতি সর্বনাম ক্রিয়ার পূর্বে বসে। এই প্রশ্নাত্মক সর্বনাম ব্যতিরেকেও শুধু ক্রিয়াপদে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করেও প্রশ্ন বাক্য তৈরি হয়।

ক. তুই এত্ক্ষুণ সে কুনিয়া ছিলো? (তুই এতক্ষণ থেকে কোথায় ছিলি?)

খ. তুই অভিতালাক এইঠিন ছিস কেনে? (এই এখনও পর্যন্ত এখানে আছিস কেন?)

গ. মাললা কি পৌচি গায়ি হে? (মালগুলো কি পৌঁছে গেছে?)

ঘ. কি বললেন তুমি? (কি বললেন আপনি?)

ঙ. আখির গায়িহে কুনিয়া? (শেষ পর্যন্ত গেচে কোথায়?)

চ. কতখুনা বিহান হোবে? (কখন ভোর হবে?)

ছ. কোইঠিন্ যাস্ রাধা? (কোথায় যাস রাধা?)

জ. তুই কনম্ ছিস? (তুই কেমন আছিস?)

৩. আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :

আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার এই কথ্যভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এই প্রকার বাক্যে সাধারণত ক্রিয়ায় বর্তমান কালে তুচ্ছার্থে 'ক্', সম্ভ্রমার্থে 'এন্', 'ন' ব্যবহৃত হয় এবং ভবিষৎকালে তুচ্ছার্থে 'ইস্' এবং সম্ভ্রমার্থে 'বন্', 'বেন্' ইত্যাদি প্রযুক্ত হয়। যেমন—

৩.১ বর্তমান কাল :

৩.১.১ তুচ্ছার্থে :

ক. কামখান্ কর/করেক্। (কাজটা কর।)

৩.১.২ সম্ভ্রমার্থে :

ক. তম্‌রা কামখান্ করেন সাহেব। (আপনারা কাজটা করুণ সাহেব।)

৩.২ ভবিষ্যৎকাল :

৩.২.১ তুচ্ছার্থে :

ক. পরসু মোক সে তোর সাইকেলটা নিস্।

(পরশু আমার থেকে তোর সাইকেলটা নিস।)

৩.২.২ সম্ভ্রমার্থে :

ক. বাবু কাইল/কালি অসবেন। (বাবু কালকে আসবেন।)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাক্য :

চলিত বাংলার মতোই এই কথ্যভাষাতেও উক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই প্রকার রীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।[৬] তবে প্রত্যক্ষ বাক্যের ব্যবহারই অধিক পরিমাণ।

কোন কিছু বর্ণনা বা বিবৃতির সময়, বিশেষত লোককথা কাহিনিতে পরোক্ষ বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। পরোক্ষ বাক্যে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বক্তা শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির সর্বনাম পদের পরিবর্তন করে থাকেন এবং সেই পরিবর্তিত সর্বনাম পদানুসারে ক্রিয়াপদের বিভক্তিগত দিক থেকে পরিবর্তন হয়। যেমন—

প্রত্যক্ষ বাক্য : রাম কোহিল্, ‘আজ স্কুলে নি যাম্’।

পরোক্ষ বাক্য : রাম কোহিল যে, ‘ওয়ায় আজ স্কুলে নি যাবে’।

প্রত্যক্ষ : পণ্ডিত কহিছে, ‘এইডা বীজত্ ভালা ফসল হোবে’।

পরোক্ষ : পণ্ডিত কহিছে যে, এই বীজে ভালো ফসল হবে'।

প্রত্যক্ষ : শামসুর কোহিলে, 'মি বাজারত্ গিয়া ধান্দা করিম্'।

পরোক্ষ : শামসুর কোহিলে যে, 'উয়ায় বাজারে গিয়ে ব্যবসা করবে'।

প্রত্যক্ষ : রেবা কোহিসিল্, 'মুই পড়াই-লিখ্যাই করবা চাহাছি'।

পরোক্ষ : রেবা কোহিসিল্ যে, 'উয়ায় পড়াই-লিখ্যাই করবা চাহাছে'।

বাচ্য :

চলিত বাংলার মতোই এই কথ্যভাষাতেও কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য—এই তিন প্রকার বাচ্যের ব্যবহার দেখা যায়।[৭] চলিত বাংলার বাক্যরীতি অনুসারেই বাচ্যের প্রয়োগ হয়। এই কথ্যভাষায় কর্তৃবাচ্যের ব্যবহারই সর্বাধিক।

১. কর্তৃবাচ্য :

চলিত বাংলার মতোই কর্তৃবাচ্যে ক্রমানুসারে কর্তৃ, কর্ম ও ক্রিয়াপদ বসে। যেমন—

ক. মি স্রিফ চাহাছি উডা লেড়কি ঘর সে বাহার লিকলি যায়।

(আমি শুধু চাচ্ছি যে ঐ মেয়েটি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।)

খ. আজগার বাদ তি ঘরসে বাহার যাবো নি।

(আজকের পর থেকে তুই ঘর থেকে বাইরে যাবি না।)

গ. মোর পর ঝুটা ইলজাম মত্ লাগা।

(আমার ওপর মিথ্যা দোষ লাগাস না।)

২. কর্মবাচ্য :

চলিত বাংলার মতোই এখানে কর্মপদ প্রথমে বসে এবং কর্তার উত্তর 'দি', 'দিয়া', 'দিয়ে', 'এ', 'তে' প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক. কামডা/কামখান্ মোকেই করবা হোবে। (কাজটা আমাকেই করতে হবে।)

খ. ইডা মামলায় তাপসবাবুক্ বুলাবা জরুরী।

(এই ব্যাপারে তাপসবাবুকে ডাকা জরুরী।)

গ. গাড়িখান তোক দিয়া চালাবা নি হবে। (গাড়িটা তোকে দিয়ে চালানো হবে না।)

৩. ভাবচাচ্যে :

এই কথ্যভাষাতে ভাববাচ্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নাত্মক বাক্যে ভাববাচ্যের অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বাক্য বিন্যাসে ক্রিয়ার ভাবই প্রধান ভাবে বুঝায়। ক্রিয়াপদই যেন কর্তার স্থানটি দখল করে থাকে। যেমন—

ক. পোখিলার গান গাবা হয়। (পাখিদের গান গাওয়া হয়।)

খ. তোম্সার আসা হোল্ কেতখুন্? (তোমাদের আসা হলো কতক্ষণ?)

গ. তুমসাকেই পহেলা গাবা হোবে। (তোমাকেই প্রথমে গাইতে হবে।)

তথ্যসূত্র :

১. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৪০৩, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৪১২।

২. মীর রেজাউল করিম, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৬১-৬৩।

৩. সুভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা, ১৩৯৫, প্রথম প্রকাশ, মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ. ১১০-১১২।

৪. হুমায়ুন আজাদ, বাক্যতত্ত্ব, ২০১০, প্রথম সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭৩।

৫. বামনদেব চক্রবর্তী, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, ২০১৫, ঊনবিংশ সংস্করণ, অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা, পৃ. ৪৯৬।

৬. তদেব, পৃ. ৪৯৮।

৭. তদেব, পৃ. ৫১৭-৫২১।